আলমডাঙ্গায় জামায়াতে আমিরের আগমন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমানের চুয়াডাঙ্গা আগমন উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ৮টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের দলীয় কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা আমীর প্রভাষক শফিউল আলম বকুলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব বিভাগের সভাপতি শেখ নূর মোহাম্মদ হোসাইন টিপু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নায়েবে আমীর ইউসুফ আলী মাস্টার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আগামী ২৬ জানুয়ারি সোমবার বিকেল ৩টায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান চুয়াডাঙ্গা টাউন ফুটবল মাঠে আয়োজিত বিশাল নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। তিনি আরো বলেন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের রায় নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে। এজন্য সকল পর্যায়ের জনশক্তিকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারি তরিকুল ইসলাম, অফিস সম্পাদক রফিকুল ইসলামসহ উপজেলা কর্মপরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইউনিট সদস্য ও বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ। সভায় নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভা শেষে সকল ইউনিয়ন আমীর, সেক্রেটারি ও দায়িত্বশীলদের চুয়াডাঙ্গা নির্বাচনী অফিসে গিয়ে অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেলের দাঁড়িপাল্লা প্রতীক বরাদ্দের আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সভাটি সঞ্চালনা করেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মামুন রেজা।

[redacted]

[redacted]

“পরিস্থিতি আমরা জানি। গণপূর্ত বিভাগ জানিয়েছিলেন ১০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ হবে। একমাসেও শেষ হচ্ছেনা। এখনও বেশ ক‘দিন লাগবে মনে হচ্ছে। দ্রুত কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবে শব্দ যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে সে চেষ্টাও চলছে।”

অভিভাবক ও সচেতন মহলের দাবি, হাসপাতালের মতো সংবেদনশীল জায়গায় এই ধরনের নির্মাণকাজ সময় ও স্থান বিবেচনায় পরিচালনা করা উচিত। নবজাতক শিশুদের অন্যত্র সরিয়ে অথবা নির্মাণের সময় সীমিত করে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। অথবা গাইনি ওয়ার্ড সাময়িক স্থানান্তর করা উচিৎ ছিল।

শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত বিষয়টি দ্রুত সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পিত ও দায়িত্বশীল আচরণই হতে পারে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি।

শিক্ষার্থীদের আগমনে প্রাণ ফিরেছে দর্শনার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে প্রায় ১ মাস সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পর শিক্ষার্থীদের আগমনে প্রাণ ফিরেছে দর্শনার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যেতে পেরে অনেক আনন্দিত। শিক্ষকরাও কর্মে যোগদান করায় আগের রুপে ফিরতে শুরু করছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো।

শিক্ষার্থীরা জানায় কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে প্রায় ১ মাস আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। আমরা পড়াশোনায় কিছুটা পিছিয়ে পরেছি। আমাদের সিলেবাস কভার করবো কিভাবে চিন্তায় পরে গিয়েছিলাম। সেই সাথে বাসায় বসে থাকতে থাকতে আমাদের বিরক্ত লাগছিল। বন্ধুদের সাথে দেখা করা ও খেলাধুলা ইত্যাদি সবকিছু থেকেই বঞ্চিত ছিলাম। আবার সামনে আমাদের এস,এসসি পরিক্ষা। গত রবিবার

থেকে আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা হয়েছে।

এতে করে আমরা অনেক আনন্দিত তেমনি আমাদের সামনে যে পরিক্ষা আছে সেটার প্রস্তুতি নিতে পারবো। কোন অসুবিধা হলে আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে সব রকম পরামর্শ নিতে পারবো। এ বিষয়ে শিক্ষকরা জানান কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে প্রায় ১ মাস সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুটা পিছিয়ে পরেছে। আমরা শিক্ষকরা চেষ্টা করব ছাত্র-ছাত্রীদের সকল বিষয়ে সহযোগিতা করার।

এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আগমনে প্রাণ ফিরেছে ক্লাস গুলোতে। আমরাও নিয়মিত ক্লাস নিতে পেরে আনন্দিত।

মেহেরপুরে পবিত্র মাহে রমাদান আগমন উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুরে পবিত্র মাহে রমাদান আগমন উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখা আয়োজিত আলোচনা সভা রবিবার (১০ মার্চ) বিকেলে শহরের হোটেল বাজার জামে মসজিদের সামনে আয়োজন করা হয়।

এসময় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা শাখা ইমাম সমিতির সভাপতি ও হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম মোঃ রোকনুজ্জামান ও সদর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা সানোয়ার হোসেন।

এছাড়াও এসময় জামাল উদ্দিন, ওহাব,সজল, আব্দুস সামাদসহ ইমাম সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।